ভাবুন!

একুশে টিভির গল্প। যখন শুরু করেছিলাম ব্রডকাস্ট সাংবাদিকতা। আমরা ট্রেইনিং শেষ করেছি কেবল। ইটিভিও অন এয়ার এ। প্রতিদিন নিউজ হচ্ছে। নিউজ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টও হচ্ছে। ঢাকার প্রতিদিনের গৎবাধা নিউজের সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের আনাচ কানাচ থেকে তুলে আনছিলাম অন্য বাংলাদেশের গল্প। আর তারই সংক্ষেপিত ভারসান ঠাই পাচ্ছে নিউজে। ট্রেইনিং এর সময় গিয়েছিলাম একগ্রামে। ঝিনাইদহের মহেশচান্দায়। অনেক ধরনের মজার মজার বিষয় নিয়ে রিপোর্টি এর জন্যে। খেজুরের গুড়, নকশীকাথাঁর স্বপ্ন বোনা, মাছের পোনা, ফুল চাষে সাফল্য আরো কতকি। এতসবের মধ্যে কেন জানি মহেশ্বরচান্দার একজন স্বপ্নবাজ মানুষের মুখই বারে বারে আমাকে হন্ট করছিলো। তার কথা আমি পড়েছি আমার খুবই প্রিয় সাংবাদিক ফখরে আলমের লেখায়। কিন্তু সেটা টিভি নিউজের বিষয় হয় কিনা.. হলে কেমন করে গল্পটা বাধবো তাই নিয়ে দ্বিধায় ছিলেম। তবে সেই মানুষটির কথা আমি মহেশচান্দায় বসেই রেকর্ড করেছিলাম। তিনি একজন স্বশিক্ষিত কৃষক ,বড় বড় দর্শন শাস্ত্র না পড়া এক দার্শনিক।, নেতৃত্বের সংকটের এই যুগে সফল এক নেতা,যাকে কেউ না চিনলেও তার কোনো ক্ষেদ নেই। তিনি ওমর আলী। একটা গ্রামের মানুষকে ক্ষুধা থেকে মুক্তি দিয়ে উদ্বৃত্ব ফসল ফলানো, রাসায়নিক সার ব্যবহার না করার জন্যে অবুঝ কৃষকদের বোঝানোর মত শক্ত কাজ তিনি করেছেন। আমার হাতে ধরা মাইক্রোফোনটা একটু শক্ত করে ধরে তিনি বাংলাদেশের মানুষের জন্যে বলতে চেয়েছেন যে, ‘আমাদের এই দেশেই মাটি উর্বর,চারিদিকে মিঠা পানি,আর বাতাস ... নেই চরম ঠান্ডা,চরম গরম..ছয়টা ঋতুর রং যেখানে দেখা যায় .... তার চেয়ে বড় সম্পদ আর কি আছে? প্রকৃতির এই শক্তির সাথে যদি মানুষের পরিশ্রমি হাত যোগ হয় তাহলে এদেশ কে কি কেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?’ তার মতে আমাদের দেশের এই সম্ভাবনা যাতে আমরা না বুঝি সে কারনে আমাদেরকে জ্ঞানের নামে অজ্ঞান করে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে। অজোঁ পাড়াগার একজন কৃষকের এই জ্ঞান আমি তখন বুঝিনি... রাগে বিরক্তিতে চুল ছিড়ছি.. এসব দিয়ে কিভাবে আমি দেড় মিনিটের নিউজ বানাবো? ফলে সেলফ সেন্সরশীপে চাপা পড়ে গেলো এই দর্শন। তারপর যথারীতি ঢাকার সো কলড হার্ড নিউজ নিয়ে দৌড়ঝাপ। আজ হাসিনা .. কাল খালেদা.. ইলেকশন কমিশনের ব্যস্ততার মত রিপোর্টি করার সুযোগ না পেলে আমার মত জ্ঞানান্ধ অনেক রিপোর্টারই মুখ কালা ক’ রে বসে থাকতো। যতক্ষন না সায়মন ড্রিং আমাদের এই কালা মুখ না দেখতেন। তো একদিন আমিও কিছু না পেয়ে মুখকালা করে বসে..সায়মন চিরচেনা ভঙ্গিতে এসে আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন..হোয়াটস্ আপ মাই ডার্লিং? আমি অভিযোগের সুরে বললাম, নো এনাইনমেন্ট এজ সাচ.. সো সিটিং আইডেল! আমার হাতে কোনো স্টক স্টোরি আছে কিনা.. সেটা কিভাবে করা যায়.. এসব নিয়ে কথা বলতে বলতে ভাঙ্গা বাংলায় সায়মন বললেন... মা হা শো..চান্দা দেখতে চাই...। মানে মহেশ্বর চান্দার স্টোরিটা

আজকে ফাইল করো। ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার প’ রে ঠেকাই মাথা .. এই গানের সুর দিয়ে শুরু হলো মহেশ্বর চান্দার গল্প। শামছুর রহমানের ‘চুনিয়া আমারে আর্কেডিয়া’ কবিতার লাইনের সাথে মিল রেখে স্ক্রিপ্ট। তারপর পর্দায় ভাসলো ওমর আলীর মুখ। বললেন.. মাটি জল.. আর আলোর সাথে আমাদের হাত.... কখনোই এদেশ হারবে না’...। ইটিভির সাতটার সংবাদে মহেশ্বর চান্দার এই রিপোর্টি প্রচার হওয়ার পরপরই রেজা ভাইয়ের ফোন.. মুন্নী তুমি কই? তোমার রিপোর্টি নিয়ে বোধহয় চেয়ারম্যান সাহেবের কোনো আপত্তি আছে ... তুমি কথা বলো। আমি তখন রাস্তায়। আমাদের তখনকার এসাইনমেন্ট এডিটর ইস্তিয়াক রেজার দুস্টুমি আমরা জানতাম.. খামোকা ভয় দেখাতেন.. তারপর সবার সামনে বুদ্ধু বানিয়ে হাসির রোল ফেলে দিতেন নিউজরুমে। তাই আমি পাত্তা দেইনি। উনি আবার ফোন করলেন... মুন্নী তুমি বোধহয় চেয়ারম্যান স্যারকে ফোন করোনি... উনি নিজে নিউজরুমে এসেছিলেন... তোমার সাথে কথা বলতে চান....পীজ টক্ টু হিম... ফান না... কথা বলো। রেজা ভাই কে এই প্রথম সিরিয়াস লি নিলাম। ভয়ে আমার আত্মায় পানি নাই। চেয়ারম্যান! আমার রিপোর্টি নিয়ে কথা বলবেন??সবে তখন একুশে টিভিতে কাজ করার বয়স ৫ মাস!তার আগে ৭/৮ বছর কাজ করেছি আমি মতি ভাইয়ের সাথে। ।এখন উনি প্রথম আলোর সম্পাদক। সে সময় আমাদের কাছে ‘সম্পাদক’ কোনো কিছু বলা মানেই খারাপটা.. কেন হয়নি .. কেন পারলাম না.. আমাকে চাকরি কে দিয়েছে? এ জাতীয় কথার বাইরে সম্পাদক বা মালিক গোছের লোকেরা সাংবাদিক বা কর্মীর সাথে অন্য কিছু বলতে পারেন সে ধারনা আমার ছিলো না। ফলে রেজা ভাইয়ের অনুরোধ স্বত্ত্বেও আমি ফোন করিনি। কে হায় ... ফোন করে নিজের চাকরি খোয়ানোর কথা শুনতে চায়! পরদিন সকালেই ডাক পরলো চেয়ারম্যান এ এস মাহমুদের রুমে। ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে ঢুকলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো তাঁর সাদামাঠা টেবিলের ওপর পেপার ওয়েটটার ওপর। কাঠের ত্রিকোন। দুপশেই বড় করে লেখা ‘ভাবুন”.. যেন টেবিলের এই প্রান্ত আর ও প্রান্তের দুজনকেই বলা। অন্যভাবে যদি বলি...ওই ভাবুন দেখলে বুঝতে হবে... আমি ভাবছি আপনিও ভাবুন। এই ‘ভাবুন ’ দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার আমি চাকরি খোয়ানোর আকাশ পাতাল গল্প ভাবছি । স্যার বললেন.. আপনার আজকে কোনো এসাইনমেন্ট নেই... আমিই কালকে বলেছি... আপনি বাসায় গিয়ে রেডি হন... যদি নিউজের গাড়ি কম থাকে আপনি আমার গাড়ি নিয়ে যাবেন...ভয়ে ভয়ে বললাম কোথায় স্যার? এ এস মাহমুদ বললেন... ঐ যে কালকে যাকে নিয়ে রিপোর্টি দেখিয়েছেন, তাকে একবাার রিকোয়েস্ট করবেন ইটিভি তে আসতে... আমারতো বয়েস হয়ে গেছে, লম্বা জার্নি করতে পারবো না,বলবেন... আমাদের চেয়ারম্যান স্যার আপনার হাতটা একটু তারঁ বুকে ধরে রাখতে চান। ’ যদি না আসতে চান তাহলে আরেকটু বিস্তারিত ইন্টারভিউ করবেন ওনার....এই ব’ লে চোখ মুছলেন এ এস মাহমুদ। আমি হতভম্ভ। তারপর তাঁর সাথে দীর্ঘ গল্প....আমার মত একজন ছোটো রিপোর্টার কে সামনে নিয়ে মস্তবড় এক প্রতিষ্ঠানের মালিক বলছেন ছেলেবেলার প্রথম সাইকেলের গল্প, ইংরেজী শিক্ষকের জন্যে কিছু করতে না পারার আক্ষেপ

আরো কত কি। সব গল্পেরই মরাল হলো…‘ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই’। আর তা যেন আমি তুলে আনার চেষ্টা করি আমার রির্পোটিংয়ে.. যেমন করে তুলে এনেছি মহেশ্বর চান্দার ওমর আলীর গল্প। সেদিন থেকে বন্ধুত্ব। হ্যা আমি বন্ধুত্বই বলবো। কারন সে সময় পুরো ইটিভির সব স্টাফদের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম.. যাকে তিনি ‘তুমি’ সম্মোধন করতেন। এই বন্ধুত্বের কারনেই ইটিভির চেয়ারম্যান তার নিজের সংগ্রহের বই তুলে দিয়ে বলেছেন… সিলেটি মন চ্যাপ্টারটি পড়ো..লন্ডনী কইন্যাদের বিয়েটা নিয়ে তুমি রির্পোট করেছো. ভালো… তবে সিলেটিরা কেনো করে তা তুমি বুঝবা.. তোমার একটা পজেটিভ রির্পোট হবে।’ আমি জানি আজকে যারা এই লেখাটি পড়ছেন তাদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে ভেবে বসে আছেন যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের ‘নেক নজরে ’ প ’ রে তার কাছ থেকে সুযোগ নেয়ার চেষ্ঠা করেছি… আসলে আমি এই প্রসঙ্গেই একটি গল্প বলতে চাই… ইটিভির এক বছর। বছর শেষে বেতন ভাতা বাড়া কমার বিষয়। তখন দেখা গেলো আমি একটু কম পেয়েছি। বয়স কম থাকায় বোঝাপড়ার জায়গাটিও একটু কচি ছিলো। কান্নাকাটি ক’ রে গেলাম চেয়ারম্যানের কাছে। বললাম … স্যার ‘দুজন ভালো রির্পোটারের নাম বলেন। উনি বললেন ‘জ.ই মামুন..মুন্নী সাহা’। আমি বললাম … তাইলে ইনক্রিমেন্ট এর বেলায় কেনো এই জাজমেন্ট থাকলো না? উনি বললেন… আমি আমার মতামত আর আমার দর্শকদের ভোটের কথা বললাম। কিন্তু তোমার বস্ রা তো সেটা মানবে না। তারা মেইল ডমিনেন্ট সো্সাইটির প্রিভিলেজড্ বীং। তো সুযোগ পেলে তারা মেয়েদের কে ছোট করবেই। আর চেয়ারম্যান হিসেবেও আমি এই অন্যায়ের বিষয়টি তুলেছিলাম.. আমাকে জানানো হয়েছে যে ‘হাওয়াভবন ’কে খুশী করানোর জন্যে রির্পোটারদের মূল্যায়ন ও পাল্টে গেছে। হাওয়া ভবনের ইচ্ছায় রির্পোটারদেরও বেতন বাড়াতে হয়েছে। দর্শক বা আমাদের (কর্তৃপক্ষের) কাছে তুমি যত ভালো রির্পোটারই হও, তোমার ওপর সুবিচার করতে গেলে ইটিভির ওপর সুবিচার করবে না ওরা…., আমরা সে ইঙ্গিত পেয়েছি, ”। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। আমার চেয়ারম্যান বলছেন এমন অকপটভাবে! যেগুলো লুকানোর কথা তারই। আমরা আজকাল প্রায়ই একটা কথা বলি যে ‘একই মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ’… এই কথার কথাটা উদাহরন হিসেবে টানলেন এ এস মাহমুদ। আমাকে বোঝাতে গিয়ে বললেন “ দেখ তোমাকে আমি ইচ্ছা করলেই আরো ৫ টা ইনক্রিমেন্ট দিতে পারি কিন্তু তাতে তোমার ওপর যে অবিচার হয়েছে তা প্রমানিত হবে না। তুমি সবাইকে, তোমার সব ‘বস ’দের আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করো সবাই কাচুমাচু হয়ে স্বীকার করবে যে ব্যাপারটি ঠিক হয়নি। তবে তুমি তাদের পুশ করবে না যেন তোমার এই প্রতিবাদের পরে সেই ৮শ বা ৫ শ টাকা বাড়িয়ে দেন। তারা স্বীকার করবে ভূল এবং তুমি তাদের সামনেই মহা আনন্দে কাজ করবে। দিনে একবারও যদি এদের কারো মনে হয় যে তোমার প্রতি অন্যায় হয়েছে … সেটা তাদের জন্যে শাস্তি নয় শিক্ষা । আর তুমি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে যথেষ্ট কনফিডেন্সের সাথে তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারলে এটা তোমার এ্যমপাওয়ারমেন্ট”। আমার মত টিপিক্যাল চিন্তাধারার মানুষের পক্ষে এই তৃতীয় মাত্রার

দর্শন বোঝার ক্ষমতা নেই। তাই আমার মুখ দেখে এ এস মাহমুদ বুঝে গেলেন যে তার এই উচ্চ মার্গের কথা আমার পছন্দ হয়নি। মালিক হিসেবে তিনি একজন কর্মীকে দুটো পয়সা কম দিয়ে তার পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন... এমনটাই আমি বুঝেছি। চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে আমার মাথায় রেখে বললেন.. 'মেয়ে আর প্রকৃতির ওপর অবিচার এর ফল সবাই কে ভোগ করতে হয় । আমি জানিনা তুমি আমাকে অভিশাপ দেবে কিনা... কিন্তু তুমি খুব সমজদার মেয়ে , তুমি টের পাবে কোন অবিচারের ফল কিভাবে কে পাচ্ছে'। খুব খুশী না হলেও একটু শান্ত হয়ে সেদিন ফিরে এসেছি আর তার কথা মত বস দের সাথে সেই এ্যাসিড টেষ্টটি করে মনে বিপুল আনন্দ নিয়েছি। যে আনন্দের দাম ৬২৫ টাকা বা একটা ইনক্রিমেন্ট এর চেয়ে অনেক বেশি। বেশ ক'বছর পর ওকলাহোমা ইউনিভার্সিটিতে লিডারশীপ ট্রেইনিং এর সময় আবার সেই কথা গুলো বা এমনি বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল গুলো শুনলাম ইংরেজিতে। আমাদের শিক্ষিকা ক্যথরিন কে বললাম যে এমন একটা ঘটনায় আমার সে সময়কার প্রতিষ্ঠানের মালিক এভাবে এ্যামপাওয়ারমেন্ট বুঝিয়েছিলেন। ক্যাথরিন চোখ কপালে তুলে বললেন' এ্যামেজিং'... আমরা তোমাদের এটা শেখাই মালিক পক্ষের বিরুদ্ধেই এপাই করার জন্যে আর মালিক বা চেয়ারম্যানই এভাবে শিখিয়েছেন! দ্যাটস্ আন ইউজুয়্যাল... এ্যামেজিং!!!! হ্যাঁ সেই আনইউসুয়্যাল মানুষটিই আমার মত একজন সাধারন মানুষকে মরে গিয়েও হন্ট করেন। যখন আমাদের বাংলাদেশের অসম্ভব ভালো মানুষের অপার সম্ভাবনার কথা রিপোর্টিংয়ে তুলে আনি তখন হঠাৎই চোখে ভাসে টেবিলের ওই প্রান্তে বসে আবু সায়ীদ মাহমুদ মিট মিট ক রে হাসছেন... বা হাত দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা ভাবুন লেখা পেপারওয়েট টি এগিয়ে দিয়ে বলছেন...ভাবুন...কত সম্ভাবনার এই বাংলাদেশ! সব সময় না ভাবলেও আমি মাঝে মাঝে ভাবি। কাজ করতে করতে কখনোই কি আর এমন একজন মানুষের সাথে দেখা হবেনা...যার কথা কাজ ,দর্শন ছায়ার মতো থাকবে যেকোনো ভালো কজে ।

মুন্নী সাহা, সাংবাদিক
প্রধান বার্তা সঞ্চালক
এটিএন বাংলা